গাংনীতে ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ

গাংনী উপজেলা শহরের ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের থানাপাড়া এলাকার মৃতু ইব্রাহিম জোয়ার্দ্দারের ছেলে হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব (২৫) সাইদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে সাগর হোসেন (১৯) ও ৯ নং ওয়ার্ডের মনিরুল ইসলাম মনির ছেলে রকি হোসেন (৪০)।

বুধবার তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল বেলা সোয়া ১ টার দিকে এসব আসামীরা গাংনী মাদ্রাসা মার্কেটের বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। এতে রবিনের মাথায় আঘাঁত লাগে। এছাড়া শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। স্থানীয়রা আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এঘটনায় রবিনের বড় ভাই জুবায়ের হোসেন উজ্জল বাদী হয়ে গাংনী থানায় এসব আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় গাংনী বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বাজার কমিটির পক্ষ থেকে হামলাকারীদের আটকের ব্যাপারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দেন। পুলিশ তাদের আটকে ব্যাপক তৎপরতা চালালে অবশেষে আসামীরা আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেন।

গত ১০ এপ্রিল গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে গোলযোগের মধ্যে হাবিবুর রহমানের বড় ভাই সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়েছিলো প্রতিপক্ষরা। এঘটনার জের ধরেই প্রতিশোধ নিতে

ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন তারা।

পাকুড়িয়ায় ২ ফিট জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত-৪

মাত্র ২ ফিট জমি দখলকে কেন্দ্র সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৪ জন আহত হয়েছেন। বুধবার সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন পাকুড়িয়া গ্রামের আতার আলীর ছেলে শুকুর আলী (৫৫) ও মুনছুর আলী (৪৫)। অপর পক্ষের রইচ উদ্দীনের ছেলে সরোয়ার হোসেন
(৫৫) ও রবিউল ইসলাম (৪০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

রবিউল ইসলামের ছেলে মাহিদুল ইসলাম জানান, আমার বাবা ও চাচার ১০ শতক জমি শুকুর আলীর জমির পাশে অবস্থিত। শুকুর আলী জোর করে আমাদের জমি ২ ফিট দখলে নিচ্ছেন।

আমরা তাদের নিষেধ করলে আমাদের উপর হামলা করলে সংঘর্ষ হয়। এঘটনায় উভয়পক্ষই গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন মাহিদুল ইসলাম।

গাংনীতে পারিবারিক কলহের জের ধরে দুই গৃহবধুর আত্মহত্যার

চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে গাংনী উপজেলার পৃথক দুটি গ্রামে দুই গৃহবধু আত্মহত্যার ব্যার্থ চেষ্টা চালিয়েছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের নাসিমুজ্জামানের স্ত্রী জয়নব খাতুন (২০) ও কুলবাড়িয়া গ্রামের বেল্টু মিয়ার স্ত্রী রোমানা খাতুন (২৪)।

স্বামীর সাথে কলহের জের ধরে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

অপরদিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে গৃহবধু রোমানা খাতুন অপরিচিত ওষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

দুজনেই এখন সুস্থ্য আছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার শরীফুল ইসলাম।

গাংনীতে আনসার সদস্যর বিরুদ্ধে সরকারী ঘর দেয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে আনসার ভিডিপি সদস্য মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী ঘর দেয়ার নামে দরিদ্র কৃষকের কাছ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার দুপুরে উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভুগীর জামাই মোহন আলী। আনসার সদস্য কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষীনারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের গুদামে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

মোহন আলী জানান, তার শশুর ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা গ্রামের রজব আলীকে সরকারী ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় দেড় বছর আগে ১২ হাজার টাকা নিয়েছে। দীর্ঘ সময় পার হলেও ঘর দিতে না পারায় টাকা ফেরত চাইলেও নানা টালবাহানা শুরু করেছে। এক প্রকার বাধ্য হয়ে গাংনী উপজেলা ও জেলা আনসার কর্মকর্তা সহ বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

এদিকে সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়িয়া গ্রামের শাহজামালের স্ত্রী ভানুয়ারা খাতুন বলেন, আনসার সদস্য মিল্টন হোসেন সরকারী ঘর দেওয়ার নামে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিলেও ঘর তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়া হবে।

পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নয়ন আলী বলেন, মাতৃত্বকালিত ভাতা করে দেওয়ার নামে ১০ জনের টাকা নিয়েছে মিল্টন হোসেন। মাতৃত্বকালিন ভাতা কার্ড করে দিতে পারেনি। এজন্য টাকা ফেরত দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা উর্মিলা বিশ্বাস বলেন, মোহন আলী নামের এক ব্যক্তি আনসার ভিডিপি সদস্য মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এবিষয়ে কথা বলার জন্য মিল্টন হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
জেলা আনসার কমাড্যান্ট মো: সাহাদত হোসেন বলেন,বিষয়টি তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ: মীর কামরুজ্জামানের

বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

“সরকার, প্রতিবেশী, আপন ভাই বাদ যায়নি কেউ প্রতারণার হাত থেকে, মীর কামরুজ্জামন, প্রতারণায় ছূয়েছেন আসমান” শিরোনামে গত ১২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মীর কামরুজ্জমানের বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছেন আদালত।

আজ বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-২, আমলী আদালতের বিচারক এস,এম, শরিয়ত উল্লাহ এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর: মিস কেস-৪/২০২২ খ্রি.।

একই সঙ্গে মামলায় পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ১৩ জুন ২০২২ খ্রি তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত বিশ্লেষণে বলেছেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত সংবাদ সত্য হলে মীর কামরুজ্জামান দণ্ডবিধির ১৯৩, ১৯৬, ৪০৬, ৪১৭, ৪২০, ৪৬৪, ৪৬৭ ফৌজদারী আইন অনুযাীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রচারিত সংবাদের সত্যতা যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার নিমিত্তে সুষ্ঠ তদন্ত আবশ্যক বলে আদালতের সন্তোষজনকভাবে প্রতিয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে বিষয়টি তদন্ত র্পূবক আগামি ১৩/০৬/২২ খ্রি. এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

প্রসঙ্গত, অন্যের জমি জাল করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি, সরকারি অর্পিত সম্পত্তি নিজের নামে রেজিস্ট্রিসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। যেসকল অভিযোগ নিয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, এসি ল্যাণ্ড ও গাংনী থানায় অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে এসকল তথ্যে সত্যতাও মিলে। মীর কামরুজ্জামান এসকল প্রতারণা করতে নিজেকে কখনো আইনজীবী, কখনো শিক্ষক আবার কখনো সাংবাদিক পরিচয় দেন।

গাংনীতে বালু উত্তোলনের দায়ে কারাদণ্ড, ড্রেজার জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় আজগর আলী (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে ৭ দিনের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে উত্তোলনকৃত বালু ও দুটি স্যালো মেসিনযুক্ত ড্রেজার জব্দ করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে নিলামে বিক্রি করে সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম। কারাদন্ডপ্রাপ্ত আজগর আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কোলা গ্রামের আবু বক্কর আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি নাজমুল আলম বলেন, আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার মেসিন দিয়ে বালি উত্তোলন করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পাওয়া যায়। বালি উত্তোলনের দায়ে আজগর আলী নামের এক ব্যক্তিতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। এসময় উত্তোলনকৃত বালি ও দুই স্যালো মেশিনযুক্ত ড্রেজার জব্দ করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে নিলামে বিক্রি করে সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা বলেন, একটিকুচক্রী মহল মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করছে বিষয়টি জানতে পেয়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নিবার্হী অফিসারসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে জানানো হলে ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনা করে।

হিজলবাড়িয়ায় জমির বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন আহত

গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরো ধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন মারাত্বক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন-হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া মৃত আজাহার মন্ডলের ছেলে আফতাব মন্ডল (৬০), মিলন হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন (১৬) ও আফতাব মন্ডলের ছেলে মামুন হোসেন (১৮)।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত আফতাব মন্ডল জানান, আমার বাবা ও চাচা ইছাহাক আলী বাড়ির জমি জায়গা রেওয়াজ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করেন। বাবা ও চাচা মারা গেলে, চাচাতো ভাই আব্দুল মান্নান (৫০) ও আব্দুল হান্নান (৪৫) এর সাথে ওই জমি রেওয়াজ ভেঙ্গে সমঝোতার কথাও হয়েছিল। পরে তারা সমঝোতার রাজি হয়নি।

ওই জমিতে জোরপূর্বক ঘর নির্মাণ করেছে। এবিষয়ে তাদের নিষেধ করতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা করে। এঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও পজেটিভ নিউজগুলোকে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে সব মিলিয়ে সংবাদ

পরিবেশন করে থাকেন আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা।

সাংবাদিক সমাজ অনেক সময় অকট্য গালমন্দ শুনেও চরম সত্যটিকে জাতীর সামনে তুলে ধরেন। আমি আমার সকল কাজের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগীতা পেয়েছি। সাংবাদিকদের এ সহযোগীতা ভবিষ্যতে আরো বেশী করে পেতে চাই।

মঙ্গলবার গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাব আয়োজিত ইফতার ও দোয়ার মাহফিলের ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সদ্য বিদায়ী সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও মনিরুজ্জামান মনি মাস্টার, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।
মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও পজেটিভ নিউজগুলোকে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান তিনি। এছাড়া গাংনীর উন্নয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এমপি খোকন বলেন, এ উপজেলার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, স্কুল কলেজের নতুন নতুন ভবন নির্মাণ, মসজিদ মাদ্রাসাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন বলতে যা কিছু বোঝাই সব চলমান রয়েছে।

উপজেলায় একটি স্টেডিয়ামের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে। ভাটপাড়া নীলকুঠি ডিসি ইকোপার্কটি নতুন করে উন্নয়ন দিয়ে সাজানো হচ্ছে। ভাটপাড়া বাজারে নতুন মার্কেট নির্মাণ হয়েছে।

এছাড়া নদী নালা, খাল বীলগুলো নতুন করে কাটা অব্যাহত রয়েছে। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে একটা শান্তি ও নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে গাংনীর মানুষ

বসবাস করছেন। অথচ, এই গাংনীতে এক সময়ে সন্ধ্যে হলে বোমার বিস্ফোরণ ও বোমা হামলার আতংকে জীবন কাটতো মানুষের। সেই যায়গায় আজকে শান্তির সুবাতাস বইছে।

এমপি খোকন বলেন, প্রতিটি কর্মই মানুষের জীবনে অত্যন্ত কষ্টকর। সেটি বাস্তবায়ন করা আরো কঠিন।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কাশেম অনুরাগী, সিনিয়র সাংবাদিক হারুন অর রশিদ রবি, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি সাহাজুল ইসলাম সাজু ও সিনিয়র সাংবাদিক এম এ লিংকন।

ইফতার পূর্ব আলোচনা শেষে রমজানের ফজিলত ও দেশ জাতীর কল্যাণে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

এসময় শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি, মোতলেব হোসেনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সহযোগীতায় আমি আবারো দ্বিতীয় বারের মত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য আওয়ামী লীগের সকল স্তুরের নেতা কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

অন্যের জমি জাল করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি ও খারিজ, সরকারি অর্পিত সম্পত্তি নিজের নামে রেজিস্ট্রি, অন্যের জমি নিজের দাবি

করে মামলা করে হয়রানিসহ প্রতারণামুলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত মীর কামরুজ্জামান ওরফে লেনিন। মীর কামরুজ্জামান মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের মৃত মীর লুৎফর রহমানের ছেলে।

প্রতারণা মূলক কর্মকাণ্ড করতে কখনো পরিচয় দেন হাইকোট বা জজকোর্টের আইনজীবী, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবার কখনো সাংবাদিক। মূলত তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরিরত অবস্থায় অসাদাচরণ করার দায়ে চাকরিচ্যুত হন। তাকে ঠক ও প্রতারক নামেই চেনেন এলাকাবাসী। তার প্রতারণার শিকারে কয়েকটি পরিবার পড়েছে বিপদে। আদালতে ঘুরতে ঘুরতে তারা হচ্ছেন নি:স্ব। এমনকি জাল খারিজের জমির কাগজ স্থানীয় কৃষি ব্যাংকে জমা দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। যা খেলাপি হিসেবে গণ্য করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

তার প্রতারণা থেকে বাঁচতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা সহকারী কমিশনার ও থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত কামরুজজামান ওরফে লেনিনের দাবি ভুলে দলিলে অ্যাডভোকেট লেখা হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ধানমণ্ডি শাখায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এখন আর করিনা। বর্তমানে আজকের দর্পণের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি বলে তিনি দাবি করেছেন।

বিভিন্ন অভিযোগ, কাজপত্র ঘেঁটে ও সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, কামরুজ্জামানের প্রতারণা থেকে বাঁচতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছেন আজগর আলী ও আব্দুল মান্নান। আজগর আলী স্থানীয় ইউপি সদস্য।

আবেদনে তারা বলেছেন, মীর কামরুজ্জামান তার দুই ভাইয়ের জমি জাল করে রেজিস্ট্রি করে নেয়। যার দলিল নম্বর ৯০৯৩/১৪। একই দলিলে খতিয়ান ১৯৯৬ এর ৪৭০২ দাগ সম্বলিত লুৎফর রহমান শাহ্র ১৫ শতক জমিও জাল করে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এছাড়াও একই দলিলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার মেহেরপুর নামে পক্ষে আর এস রেকর্ডকৃত সম্পতি দাগ ৪৪৪৪, ৪৪৫০ (১৯ শতক) এবং ৪৭০২(০২ শতক) যা ঐ সময়কার গাংনীর সাব রেজিস্টার আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে নিজ নামের দলিলে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান।

মীর কামরুজ্জামানের প্রতিবেশী মারজুয়া খাতুনের কাছে ৪ শতক এবং তহমিনা খাতুন নামের একজনের কাছে ৫ শতক জমি বিক্রি করেন তার বাবা

লুৎফর রহমান। পরে রোজিফা খাতুন ও তার স্বামী মো: কালু তহমিনার কাছে থেকে ওই ৫ শতক জমি ক্রয় করে বসবাস করে আসছেন। এছাড়া বানুয়ারা খাতুনের স্বামী আব্দুল মান্নানকে জেলা প্রশাসন থেকে ভুমিহীন হিসেবে ৪ শতক জমি ৮৫৮৩ নম্বর দলিল মূলে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। যার নম্বর ১৪২/১২/২০০৪-২০০৫। এই তিনজনের জমি, সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের জমি এবং আমজাদ শাহ ও শরিকদের জমি ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এর মধ্যে সবগুলো জাল করে রেজিস্ট্র করতে পারলেও সরকারের রেকর্ডকৃত জমি খারিজ করতে পারেননি।

অভিযোগে আরো জানা গেছে, গ্রামের ইউপি সদস্য আজগার আলীর ৬৬ শতক আবাদি জমি জাল কাগজ বানিয়ে নিজের নামে করে নিয়ে করিয়ে নিয়েছেন মীর কামরুজ্জামান। ২ টাকা চার আনা মূলের ১৯৫০ সালের (বাংলা ১৩৫৭) একটি এক পাতার জাল বন্দবস্তের কাগজ বানিয়ে ১৪ বছর ধরে হয়রানি করানো হচ্ছে তাকে। ওই জমি নিয়ে মেহেরপুরের সহকারী জজ আদালত এবং জেলা জজ আদালত থেকে ২টি মামলার রায় পক্ষে পেয়েছেন আজগার আলী। তবুও হয়রানি করা ছাড়েননি লেলিন, পরে তিনি রিভিশন দায়ের করেছেন উচ্চ আদালতে। উচ্চ আদালত স্থিতিবস্থার আদেশ দিয়েছেন। যা দেখে জেলা জজ আদালতের জিপি শাজাহান আলী প্রত্যায়নে বলেছেন, যার দখলে আছে তার দখল বজায় থাকবে।

তেরাইল গ্রামের মৃত লুৎফর রহমান শাহর ছেলে আমজাদ শাহ বলেন, আমার দাদা, বাবা, চাচারা এই জমিতে বাস করেছেন। আমার বয়সও ৬২ বছর। হঠাৎ করি শুনছি ২০১৪ সালে মীর কামরুজ্জামান জমি জাল রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। মাস খানেক আগে আমরা জানতে পেরে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ করেছি। অভিযোগ করায় কামরুজ্জামানের লোকজন আমাদের হাত পায়ে ধরে বলে কাউকে জানাইও না। আমরা ঠিক করে দেবো। আমরা এখন বিপদে আছি। আমরা এর বিচার চাই।

ভুক্তভুগি আজগার আলী জানান, আদালতের নির্দেশে জমিতে চাষ করতে গেলেও কামরুজ্জামান পুলিশ দিয়ে হয়রানি করছে। যে কারণে বাধ্য হয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছি।

ভুক্তভোগী রোজিফা খাতুন বলেন, প্রায় ১০ বছর আগে তহমিনার সাথে ৫ শতক জমি কিনেছি। কিন্তু ওই জমি লেনিন (কামরুজ্জামান) জাল করে খারিজ করে নিয়েছে। ওই খারিজ বাতিলের আবেদন করেছি এসিল্যান্ডের কাছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, জমি কেনার ৩ বছর পর মীর কামরুজ্জামান আমাকে বলছিলো তোমার জমিটা আমাকে ফেরত দাও। আমি ভিতরের জমি তোমাকে দিচ্ছি। আমরা গরীব মানুষ, খেয়ি না খেয়ি এই জমি কিনেছি। আমার জমি অল্প হোক। আমি এই পজিশনের জন্য ভেতর থেকে চলে এসেছি, আমি এখানেই থাকব, ওই জমি আমি নেবো না।

ভুক্তভোগী মারজুয়া খাতুন বলেন, আমরা কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের কাছে থেকে ৪ শতক জমি কিনেছি প্রায় ৩০ বছর আগে। এখন শুনছি আমাদের জমিও মীর কামরুজ্জামান জাল করে খারিজ করে নিয়েছে। আমরা কাগজ তুলে দেখছি এই অবস্থা। এছাড়া নানা ধরণের অত্যাচার করে কামরুজ্জামানের পরিবারের লোকজন।

ভুুক্তভোগী আব্দুল মান্নানের স্ত্রী বানুয়ারা খাতুন বলেন, আমাকে সরকার ৪শতক জমি বন্দোবস্ত দিয়েছে। এটা নিয়েও কামরুজ্জামান মামলা করে হয়রানি করছে। আমি অনেক কষ্ট করে লোন করে জমি খারিজ করছি। লোনের টাকা দিতে পারিনি। আমার কষ্ট দেখে লোন কোম্পানীর (এনজিও) অফিসার ২ হাজার টাকা মাফ করে দিয়েছে, সে আর টাকা নেইনি। আমরা কামরুজ্জামানের বিচার চাই।

অভিযুক্ত মীর কামরুজ্জামান বলেন, কয়েকটি দলিলে ভুলে অ্যাডভোকেট লেখা হয়ে গেছে দলিল সংশোধন করার মামলা করেছি। এছাড়া আমজাদ শাহ্দের জমি গুলো ভুলে আমার ভাই, বোন ও মা আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। এছাড়া ভুলে আরো কয়েকজনের জমি আমার নামে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। ওই দলিল বাতিলের জন্যও আদালতে আমার ভাই মামলা করেছেন। তবে আজগর আলীর জমিটা নিজেদের বলে দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে মামলার নথিতে উল্লেখ, ভাইদের জমি জাল করে রেজিস্ট্র করে নেওয়ায় তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
এ ব্যাপারে গাংনীর সহকারী কমিশনার ভূমি (এসি ল্যাণ্ড) নাজমুল আলম,পিএএ বলেন, কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আবেদন পাওয়ার পর আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করেছি। আপাতপক্ষে বাদিপক্ষের আবদেনে সত্যতা আছে বলে মনে হচ্ছে। তদন্তে মীর কামরুজ্জামান যথাযথ কাগজপত্র দাখিল করতে না পারলে তার খারিজ বাতিল করা হবে।

এছাড়া সরকারের অর্পিত সম্পত্তিও মীর কামরুজ্জামান রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন তবে সেটি খারিজ করতে পারেননি। সেটিও তদন্ত করা হবে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে এই প্রতারণা গুলো

করেছেন বলে কাগজপত্রে মনে হচ্ছে। প্রতারণার দায়ে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।( চলবে…)

মুজিবনগরে দিনে দুপুরে মোটরসাইকেল চুরি

মুজিবনগরে উপজেলার দারিয়াপুর বাজার সংলগ্ন জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার এর সামনে থেকে দিনে দুপুরে লাল রঙের একটি পালসার মোটরসাইকেল যার নম্বর (মেহেরপুর -ল ১১৫১০৯) চুরি হয়ে গেছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আব্দুর রফিকের ছেলে ইয়াছির হামিদ কাঁচা বাজার করার উদ্দ্যেশে দারিয়াপুর বাজারে এসে জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার দোকানের সামনে মোটরসাইকেলটি রেখে কাঁচা বাজার করার উদ্দ্যেশে বাজারের ভিতরে প্রবেশ করে। বাজার শেষে ১০/১৫ মিনিট পরে এসে দেখে মোটরসাইকেলটি যথাস্থানে নেই।

এ সময় জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার এর মালিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, কতো জন আসে যায় আমি খেয়াল করি নাই। তাহলে হয়তো চুরি হয়ে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মোটরসাইকেলটি আর পাওয়া যায়নি এ বিষয়ে মোটর সাইকেলের মালিক সাথে কথা বললে তিনি জানান মোটরসাইকেলটি খোঁজ অব্যাহত রয়েছে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশকে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে তারাও খোজাখুজি করছে। না পাওয়া গেলে আগামীকাল মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দেব।

মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল বলেন আমরা শুনেছি এবং পুলিশ খোঁজ অব্যাহত রেখেছে এ বিষয়ে এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি হয়তো অভিযোগ টা পরে দেবে।